দেবীদর্শন
পূজোর আবেশ, উৎসবের রেশ

# শক্তির স্বরূপ - মাতৃ রূপেন !

প্রকৃতিতে লক্ষ্যণীয় একটি বিষয় আছে। কাজ করার ক্ষমতাই সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিসের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। যেমন অগ্নির দহন করার শক্তি, বায়ুর বহন করার ক্ষমতা, সূর্যের সূর্য-রশ্মির তেজ। তেমন-ই সৃজন, পালন ও রক্ষা করার প্রবণতা ও শক্তি মাতৃরূপের সহজাত। প্রকৃতির সব জীবের মধ্যেই এই মাতৃ-লালন লক্ষ্য করা যায়। এই দৃষ্টি থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানে জড় ও শক্তি (matter & enegy) -র ধারণা উদ্ভূত। এবং এরই সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেদের ব্রহ্ম ও শক্তি, সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, তন্ত্রের শিব ও কালী, এমনকি কৃষ্ণ-রাধার লীলাকল্প।

জ্ঞানত জীবিত মানুষ শিবেরই স্বরূপ। মানুষের অন্তঃস্থ শুভবুদ্ধি, জ্ঞান ও চৈতন্য সেই শিবত্বেরই প্রকাশ। মৃত মানুষ শুধুই শব। তবে মানুষের মনে আসুরিক ভাব বা পশুত্বও বর্তমান। এবং কখনও এই পশুত্ব মহাপরাক্রমশালী হয়ে শিবত্বকে ছাপিয়ে যায়। আমাদের বাইরের পৃথিবীর মতই মানুষের অন্তঃকরণেও সুর-অসুরের এই সংগ্রাম চলতে থাকে। নারীই সেই শক্তির প্রতীক যা সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কারণ হয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করছেন।

মানুষের অন্তরের আসুরিক প্রবৃত্তিকে নিধন করে তার হাত থেকে রক্ষা পাবার শক্তি তাই মাতৃরূপে কল্পিত। মানবের শোক, দুঃখ, অতিরোগ, মহাভয়, মহাবিঘ্ন ইত্যাদি দুর্গতি হরণ করতে দেবগনের (অর্থাৎ দেবত্ব ভাবের) পুঞ্জীভূত অতুলনীয় তেজোরাশির সম্মিলিত শক্তির প্রতীক তাই দেবী দুর্গা। তিনি কারো গর্ভজাত নন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণা ও পরমানন্দরূপিণী। তিনি স্বয়ংসিদ্ধা শক্তি, কুমারী কন্যা - দেবী চন্ডিকা রূপে আবির্ভূতা। এই শক্তিরূপে তিনি জগতে পরিব্যাপ্ত ও সর্বদা বিরাজিত। আমরা বছরে একবার অসুর-মর্দিনী দেবীর আবাহন ও আরাধনা করে অসুররূপী অশুভ শক্তি নিধনের কথা মনে করে নিই। দুর্গাপুজোর সঙ্গে কুমারী পুজোর বিধানও তাই রচিত হয়। তাই তো আমরা শ্যামা মায়ের পায়ের স্পর্শে যে শিবকে দেখি তা মাতৃস্পর্শে অসুরের শিবত্ব প্রাপ্তির ভাবই প্রকাশ করে।

সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন বৈদান্তিক হয়েও শক্তিরূপিণী মাতৃকল্পে বিশ্বাসী ছিলেন এবং দুর্গা মায়ের পুজোর বিস্তৃত আয়োজনে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

**DeviDarshan**
DeviDarshan.net ≈ DeviDarshan1@yahoo.com